



THE UNTOLD STORY OF LOVE

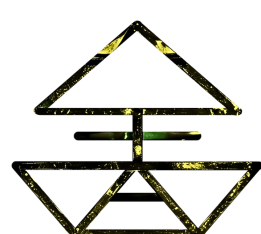
Vol 1



SOUMALYA GORE

The Untold Story
Of Love
Vol 1

Soumlaya Gore





Deliberate Impr!nts

Email: darkemate.business@gmail.com

The Untold Story of Love by Soumalya Gore,
Copyright © 2023 by Author & Deliberate Imprints

Delibarate Imprints is a startup
by Debojit Santra

- কীরে ভাই হটাৎ জরুরি তলব। (কথাটা সৌম্য বললো অভি কে স্কুল এর টিফিন পিরিয়ডে)
- ভাই খুব জরুরী দরকার। (বললো অভি)
- কী সেটা না বললে বুঝবো কি করে! (এটা বললো দেবু)
- ভাই আমার মনে হয়....
- কী মনে হয়?? (সৌম্য ও দেবু একসাথে বললো)
- আমার মনে হয়.....
- আরে কি মনে হয়?? (দেবু)
- যে হয়তো....
- হয়তো কী?? (সৌম্য)
- I am in love
- কীইইই?? (দুজনে)

হ্যাঁ সত্যিই অবাক হওয়ার মতই কথা। অভি, যে কিনা একটা গোবেচারা ছেলে(যেটা শুধু বাইরে থেকেই দেখলেই মনে হয়) সে কিনা in love?? তো চলুন দেখা যাক কী হয় এই so called গোবেচারা ছেলেটার প্রেমের পরিনতি.....

- কিন্তু কে মেয়েটা?? (দেবু)
- আরে আমিও জানি না রে। ওই যখন আমি টিফিন টা কিনতে বেরোলাম দেখলাম মেয়েটাকে, আইসক্রিম দোকানে দাড়িয়েছিল।
- কেমন দেখতে?? নাম কী ?? কোন ক্লাস?? (সৌম্য)
- আরে এক এক করে প্রশ্ন কর।

- ok ok (সৌম্য)
- নাম জানি না, আর সম্ভবত ক্লাস এইট। কেনো না ওই রুম টা
তেই ঢুকলো দেখলাম।
- উমমম spy!! (দেবু)
- ধ্যত! তেমন কিছুই না।
- আরে ছাড়তো, বাদ দে ওর কথা, কেমন দেখতে বল। (সৌম্য)
- গায়ের রং একটু চাপা, লম্বা...প্রায় আমার কাঁধ পর্যন্ত, চুল
কাঁধ পর্যন্ত, চোখে গ্লাস পাওয়ার এর চশমা আর ফ্রেম টা পিঙ্ক।

এই হলো আমাদের ক্লাস নাইন এর অভির প্রথম ক্রাশ খাওয়ার
গল্প। অভি সম্বন্ধে এবার একটু বলি। ছেলেটা খুবই শান্তশিষ্ট,
পড়াশোনায় ভালো। একেবারে লিকলিকে রোগা না হলেও
রোগা। লকডাউন খোলার পর স্কুলে তার খুব কাছের বন্ধুরা
ছাড়া তার মুখ টা দেখেছে খুব কমজন কেননা ও এখনও মাস্ক
পরে, তা সে যতই গরম পড়ুক আর যতই শীত।

এরপর থেকেই শুরু হলো অভির লুকিয়ে লুকিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে
দেখা.....(মেয়েটির নাম প্রিয়াঙ্কা)

- ওই দেখ প্রিয়াঙ্কা ওই ছেলেটা কেমন তোর দিকে হা করে
তাকিয়ে আছে(বললো মালিনী)
- কোথায় ? কোন ছেলেটা ?
- আরে ওই তো নিচে দাড়িয়ে মাস্ক পড়া ছেলেটা।

ছেলেটাকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধাই হলো না প্রিয়াঙ্কার
কেনো না ওখানে প্রায় 10-12 জন ছেলে দাড়িয়ে ছিলো তবে
তার মধ্যে ওই একজনই ছিল যেকিনা মাস্ক পরে ছিল।
চোখে চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নিলো অভি আর পাশে
দাড়িয়ে থাকা দেবু কে বললো.....

- এ ভাই ও তো এদিকেই তাকাচ্ছে। কি করব ?
- তুই ও তাকা।
- না ভাই।
- আরে তাকা না কিচ্ছু হবেনা।
- না ভাই আমি পারবোনা। তুই এখন চল এখান থেকে।

এইভাবেই লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে দেখতে আসে গেলো
অ্যানুয়াল পরীক্ষার শেষ দিন, যেদিন অভি প্রিয়াঙ্কার দিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে আজ কিচ্ছু একটা করতেই হবে হয়
এসপার নয় ওসপার। এমন সময় অভি আর সৌম্য একসাথে
দেখলো যে প্রিয়াঙ্কা ওদের দিকে একবার তাকিয়েই ওদের দিকে
হাটা শুরু করলো।

- এ ভাই এবার কি করবো? ও তো এদিকেই আসছে। পালাবো?
- ধুর! পাগল টাগল আছিস নাকি এতদিন যে সুযোগ চাইছিলি
সেটা আজ পাচ্ছিস, কাজে লাগা এটাকে।
- কিন্তু কি বলবো ওকে?
- যা বলতে চাস।

- এই (প্রিয়াঙ্কা অভির দিকে তাকিয়ে বললো)
- কে..কে, আমি! (অভি তোতলাতে তোতলাতে লাগলো)
- হ্যাঁ তুমিই!
- তুমি আমার দিকে ওরকম হা করে তাকিয়ে থাকো কেনো ?
আমি আগেও অনেকবার দেখেছি।
- না মানে.... না না..... মানে..... মানে... আমি....মানে.....আমি!
- কি তুমি কি?
- না মানে ওর তোমাকে মনে ধরেছে। তোমাকে ভালোবেসে
ফেলেছে আমার নিরীহ বন্ধুটা। (কথাটা বলেই ওখান থেকে
এক দৌড় দিল সৌম্য)
তাই দেখে অভি ও কিছু না বুঝতে পেরে দিল এক দৌড়।
প্রিয়াঙ্কা শুধু একটু মুচকি হাসলো।

- কেনো বাপি আমি এখন যে স্কুল এ পড়ি ওই স্কুল টা তে কি
সমস্যা হয়েছে ??
- কোনো সমস্যা নয় মা ওই স্কুল এর থেকে এই স্কুল টা অনেক
ভালো।
- কিন্তু বাপি....
- আর কোনো কিন্তু নয় আমি যেটা ঠিক করেছি ওটাই হবে
আমি ওদের স্কুলে ভর্তির ফর্ম টা তুলে এনেছি। এই স্কুল থেকে
ট্রান্সফর্ম সার্টিফিকেট টা তুলে নিলেই হবে।

এরপর কেটে গেছে অনেক কটা দিন। প্রিয়াঙ্কা কে এই স্কুল
ছেড়ে অন্য স্কুল এ যেতে হবে বলে মন খারাপ করে রেজাল্ট টা
ও আনতে যায়নি ওর বাবাই গিয়েছিল।

- ভাই কাল থেকেই তো স্কুল খুলছে। আমি ঠিক করেছি যে এবার স্কুল খুললেই ওকে আমি পার্সোনালি প্রপোজ করবো।

- এইতো ছেলের সুমতি হয়েছে। "That's like my friend" (দেবু)

- তবে এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে ভাই। মা আমার সেই ডায়েরি টা, যেটা তে আমি আমার সমস্ত ভালোলাগার জিনিস গুলো লিখে রাখতাম সেটা দেখে নিয়েছে আর ওটাতে প্রিয়াক্ষার কথাও ছিল। তবে মা তাতে বেশি রিয়েক্ট করেনি শুধু বলেছে, "যা করবি ভেবে চিন্তে করিস"।

- দেখ, বেশি টেনশন করিস না (দেবু)

- আচ্ছা তাহলে কাল দেখা হচ্ছে bye (সৌম্য)

- হুমম bye (দেবু এবং অভি একসাথে)

- এই ওকে তো এখনও দেখতে পেলাম না, ও কি প্রথম দিনই absent করলো? ওদের রুম টা একবার দেখে আসবো??

- দারা ভাই, এখনই বেশি প্যানিক করিস না। (সৌম্য)

- হয়তো টিউশন আছে। আসবে তো নিশ্চয়, আজ না আসে কাল বা পরশু তো আসবেই (দেবু)

- আচ্ছা (অভি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)

এইভাবেই টানা দু-সপ্তাহ প্রিয়াক্ষাকে স্কুলে দেখতে না পেয়ে অভি একদিন প্রিয়াক্ষার বন্ধু মালিনী কে জিজ্ঞাসা করল...

- এই শুনছো?

- হ্যাঁ বলো। আরে ও অভি দা।

- বলছি যে প্রিয়াক্ষা কেনো স্কুলে আসছে না গো??

- এ বাবা! আমি তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, প্রিয়াঙ্কা তো স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। ও আমাকে রেজাল্ট এর দিন ম্যাসেজ করে বলেছিল যে ওর বাবা ওকে অন্য স্কুল এ ভর্তি করেছে। আমি যেন এই খবরটা তোমাকে বলে দিই। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম গো আমাকে ক্ষমা করো!

- না না ইটস ওকে। (অভির গলাটা ভারী হয়ে উঠল)

- ভাই পুরোটাই তো শুনলি। এবার আমি কি করি বল। ভগবান মনে হয় আমার কপালে সুখ লেখেনি। আমি আনলাকি থার্টিন ই রয়ে গেলাম।(ওর এই কথাটা বলার কারণ হলো ওর জন্মদিন এপ্রিল মাসেরই 13 তারিখে)

- তুই কি ওর বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিস যে ওর বাড়ি কোথায়?

- না রে! ওটা তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

- আরে মাথামোটা আগে ওটা জিজ্ঞাসা করে আয়।

- এই মালিনী বললো ওর বাড়ি ফলতায় কিন্তু...

- (অভির কথাটা শেষ না হতে হতেই দেবু বললো) কে মালিনী?

- আরে ওর ওই বন্ধু।

- ও আচ্ছা এবার বল।

- কিন্তু ওর বাবা তো ওকে ওই স্কুলেরই হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

- এর পরে আর কি বলবো বল (সৌম্য)

এরপর কেটে গেলো আরো কয়েকটা মাস। এখন গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। অভির বাবা ওদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা সরকারি স্কুলে শিক্ষক এর চাকরি করতেন। অতো गरমে দুপুরের লাঞ্চ অতো সকালে বাক্সের ভিতর ভরে নিয়ে গেলে খারাপ হয়ে যাবে বলে ঠিক হলো যে অভি রোজ দুপুরে সাইকেলে করে গিয়ে ওর বাবার লাঞ্চ দিয়ে আসবে।

প্রথম দুদিন খাবার দিতে গিয়ে কোনো অসুবিধে হলো না কিন্তু তৃতীয় দিনে ঘটলো এক ঘটনা।

অভি যখন স্কুলের গেটের সামনের বাঁকটা ঘুরেছে তখনই হঠাৎ ওর সাইকেল এর সামনে এসে গেলো একটা মেয়ে। অভি জোরে ব্রেক কষল কিন্তু তাও ধাক্কা লেগে মেয়ে টা পড়ে গেলো। তারপর মেয়েটা উঠে অভির দিকে পিছন করে ওর জামায় লাগা ধুলো পরিষ্কার করতে লাগলো। অভি পিছন থেকে দেখলো মেয়েটার গায়ের রং একটু চাপা, চুল কাধ পর্যন্ত আর হ্যাঁ চোখে চশমা। আর চশমার ফ্রেম টা একটু একটু দেখা যাচ্ছে ওটার রং পিঙ্ক। অভি মেয়েটার কাছে গিয়ে বলল-

- তোমার লাগেনি তো..

কথাগুলো বলার সময় কি একটা অজানা উত্তেজনায় যেনো অভির বুকের মধ্যে শয়ে শয়ে ঘোড়ার রেস হচ্ছে। তারপর মেয়েটা অভির দিকে তাকালো।

কিছুক্ষন সবকিছু চুপ চাপ, হঠাৎ অভির মনে হলো দুটো
কোমল হাত জড়িয়ে ধরেছে অভির বুকটাকে। আর তারই সাথে
মনে হলো যেনো সেই ঘোড়ার রেস টাতে 13 নং ট্যাগ লাগানো
ঘোড়াটা সবার প্রথমে ফিনিশ লাইন টা ক্রস করলো।

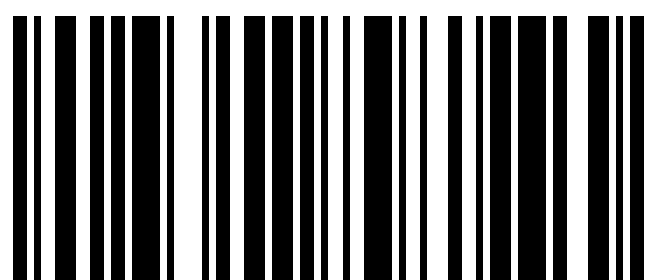
will be continued

"কিছুক্ষন সবকিছু চুপ চাপ, হঠাৎ অভির মনে হলো দুটো কোমল হাত
জড়িয়ে ধরেছে অভির বুকটাকে। আর তারই সাথে মনে হলো যেনো সেই
ঘোড়ার রেস টাতে 13 নং ট্যাগ লাগানো ঘোড়াটা সবার প্রথমে ফিনিশ
লাইন টা ক্রস করলো।"

Abhi navigates the complexities of first
love, determined to confess his feelings
before his crush departs. With its
heartwarming moments and relatable
characters, this captivating story will
transport readers back to the exhilaration
and nostalgia of their own schoolyard
romances.

Cover Design by Debojit Santra

Love / Fiction



8967488204